135255 - যাত্রীরা যে জিনিসিপত্র বিমান বন্দরে ফেলে যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে করণীয়

প্রশ্ন

আমি বিমান সেক্টরে কর্মোনকি হিসেবে চাকুরী করি। ফ্লাইট শিডিউলে গতকাল আমি সৌদি আরবের জেদ্দাতে ল্যান্ড করেছিলাম। এক ঘন্টারও কম যাত্রাবিরতিকালে আমি গ্রাউন্ড কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেসে করেছিলাম যে, তার কাছে জমজমের পানি আছে কিনা? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি তাকে জিজ্ঞেসে করলাম: এ পানি কোথা থেকে এনেছেন? তিনি বললেন: বিমানবন্দরে অনেক জমজমের পানি পাওয়া যায়; নানাবিধ কারণে। যেমন ব্যাগেজের কারণে কেউ রেখে চলে গেছে। কিংবা যখন পানিটি বোঝাই করার সময় দেখা গেল পানির মালিককে শনাক্তকারী স্টিকারটি ছিড়ে কিংবা ফ্লাইট বাতিল হলো... ইত্যাদি। আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না যে, কোন কারণে সেটি বিমান বন্দরে পড়ে আছে। এরপর এ পানিগুলো বিমান বন্দরে পড়ে থাকে। যদি কাউকে দিয়ে দেয়া না হয় তাহলে এ পানিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এমতবস্থায় আমার পরবর্তী ফ্লাইটে আমি কি এমন কিছু পানি নিতে পারি? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

বিমানের যাত্রী যে পানির কথা ভুলে যান কিংবা বিমান বন্দরে রেখে চলে যান:

হয়তো সে পানির সাথে পানির মালিকের অন্য কোন ব্যাগও থেকে থাকবে যে ব্যাগটি তার নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এবং বিমান সেবা প্রদানকারী কোম্পানির দায়িত্বে সেটি প্রবেশ করেছে। এমতাবস্থায় এই ব্যাগের মালিক ব্যাগটি ও ব্যাগের সাথে পানিটি নেয়ার জন্য ফেরত আসে কিনা সেটার অপেক্ষা করতে হবে। যদি জানা যায় যে, ব্যাগের মালিক কখনও ফেরত আসবে না কিংবা ফেরত আসার আশা শেষ কিংবা পানিটি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়; তাহলে পানিটি বিক্রি করে দেয়া হবে এবং এর মূল্য মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কোম্পানির উপর আবশ্যক যাত্রীর চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সময়সীমা পর্যন্ত তার ব্যাগেজ সংরক্ষণ করা।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয়:

“কোন লন্ড্রীতে কিছু কাপড় দুই মাসের বেশি সময় ধরে পড়ে আছে; কাপড়গুলোর মালিকদের পরিচয় জানা নেই। কিন্তু ভাউচারের শর্তগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা আছে যে, দুইমাসের বেশি সময় কোন মালিক কাপড় ফেলে রাখলে লন্ড্রী এর জন্য

দায়বদ্ধ নয়। লন্ড্রীর মালকি কি কাপড়গুলো নজিে ব্যবহাররে জন্য কংিবা বক্রি করার জন্য কংিবা সদকা করার জন্য নয়িে নতিে পারনে? যদি কাপড়গুলো নয়িে কছিু একটা করে ফলোর পর মালকি এসে কাপড়গুলো চায় তখন লন্ড্রীর মালকি কাপড়রে মূল্য ফরেত দতিে কি বাধ্য; নাকি বাধ্য নয়?

জবাবে তনিি বলনে:

যদি কাপড়রে মালকিকে এই শর্ত দয়ো হয় য, দুই মাসরে বশেি দরেী করলে তার কাপড় দাবী করার অধকিার থাকবে না: তাহলে কাপড়রে মালকিই দরেী করছে। দুই মাস পূর্তরি পর লন্ড্রীর মালকি কাপড়গুলো সদকা করে দতিে পারনে; যদি কউে সদকা হসিবেে নতিে চায় কংিবা নজিে পরতে পারনে কংিবা বক্রি করে এর মূল্য সদকা করে দতিে পারনে। কন্তিু আমার অভমিত হলো দুই মাসরে পর আরও দশদনি বা পনরে দনি অপক্ষো করা। কনেনা হতে পারে কাপড়রে মালকি ফরেত আসব। হতে পারে তার গাড়ী নষ্ট হয়ে গছেে কংিবা সে কোন রোগে আক্রান্ত হয়ছে। উত্তম হলো অপক্ষো করা।"[লক্বিাউল বাব আল-মাফতুহ (১১/২১৫)]

তনিি আরও বলনে:

"তাদরে উভয়রে মধ্যে যদি নর্দিষ্টি কোন সময়রে চুক্তি থাকে তাহলে যখন সইে সময়টি অতবিাহতি হবে তখন তার জন্য সটেি সদকা করে দয়ো কংিবা বক্রি করে এর মূল্য সদকা করে দয়ো জায়যে হব।

আর যদি উভয়রে মাঝে নর্দিষ্টি কোন সময়রে চুক্তি না থাকে তাহলে এক মাস বা দুই মাস পরে বক্রি করে দয়ো জায়যে হবে না। বরং এই কাপড়গুলোর মালকি ফরেত আসার ব্যাপারে নরিাশ হয়ে যাওয়ার পূর্বে এগুলো বক্রি করবে না কংিবা কোনরূপ হস্তক্ষপে করবে না। যদি নরিাশ হয়ে যায়; তাহলে তার উপর কোন দায় থাকবে না। কনেনা অনন্তকাল পর্যন্ত এই কাপড়গুলো বা এই কার্পটেগুলো দয়িে তার জায়গা দখল করে রাখা সম্ভবপর নয়।"[লক্বিাউল বাব আল-মাফতুহ (১৯/২১৫)]

নয়তো পানটিি কোন যাত্রীর কোন ব্যাগরে অধভিুক্ত হবে না। অথচ ফ্লাইটরে সময় অতক্রিম হয়ে গছেে কংিবা পানরি উপর কোন তথ্য রজেস্ট্রি করা হয়নি এবং বমিান বন্দরে কছিুদনি পড়ে রয়ছেে যাতে প্রবল ধারণা হয় য, পানরি মালকি পানটিি রখেে চলে গছেে কংিবা তার ফ্লাইট মসি হয়ছে; তাই পানটিি নয়োর জন্য কংিবা খোঁজ করার জন্য সে বমিান বন্দরে ফরেত আসা একবোরে অযৌক্তকি। সক্ষেত্রে বমৌনকি বা অন্য কর্মচারীদরে পানটিি ব্যবহারে কোন অসুবধিা নইে। কনেনা সক্ষেত্রে এ পানরি হুকুম তুচ্ছ কুড়ানো জনিসি কংিবা য জনিসিরে মালকি অনাগ্রহবশতঃ সটোকে ফলেে চলে গছে: য ব্যক্তি এটি পয়েছেনে তার জন্য এর থকেে উপকৃত হওয়া জায়যে।

আর যদি কর্তৃপক্ষ এমন কাউকে দয়িে দয়ে যারা এর দ্বারা উপকৃত হতে ইচ্ছুক; হোক তারা কর্মচারী কংিবা যাত্রী তাহলে সটোও ইনশাআল্লাহ্ ভালো।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।